দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 12 2002

# চারুকলার ছাত্রীরা কেমন আছে

নিরা, অর্পা, নেদা, সীমা–ওরা সবাই নিজেদের সৌভাগ্যের বিচ্ছুরণে হতবাক! পড়াশোনা নিয়ে সবাই যখন আতঙ্কে অস্থির তখন চারুকলার এই ছাত্রীরা নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে আনন্দে মেতে আছে। নিজের শিল্পমনের মাধুরীর সাথে প্রতিভার সমন্বয়ে সবিস্ময়ে দেখছে নিজস্ব প্রতিভার ছটা। পড়াশোনা মানেই এখানে নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিকাশ। গ্রাফিক্স বিভাগের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী বান্টি বলল, ছোটবেলা থেকে তার স্বপ্নই ছিল আর্ট কলেজে পড়ার। পরীক্ষা দেয়ার পর গ্রাফিক্স বিভাগে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করার পর নিজেকে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। ছাপচিত্র বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী অর্পা বলল, চারুকলার পরিবেশটাই অন্যরকম। বাইরে থেকে অনেকের অনেক বৈরী ধারণা আছে। আমাদের পড়াশোনাটা যদিও গতানুগতিক ধারায় পড়ে না, অনেকে মনে করে এটা কোন পড়াশোনা নাকি! কিন্তু এখানে প্রচুর ব্রেন ওয়ার্ক করতে হয়। চারুকলায় মেয়েদের অবস্থানের কথা জানতে চাইলে ভাস্কর্যের মাস্টার্স বিভাগের ছাত্রী নেদা বলল, 'এখানে মেয়ে বা ছেলে হিসাবে আমরা ভাবি না। সবাই একসাথে কাজ করি। ছেলেমেয়ে সবাই বন্ধু। কোন সমস্যা নেই।' ক্রিয়েটিভ আর্ট ডিপার্টমেন্টের ডিজাইনার রুনু বলল, তার কখনই ইচ্ছা ছিল না আর্ট কলেজে পড়ার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হবার পর তার জন্য অপেক্ষা করছিল দারুণ চমক! আর্ট কলেজের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক এবং তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক–সবকিছুই তাকে মোহিত করে দিল।

আর্ট কলেজ যেন একটি পরিবার। আর প্রত্যেকেই এর সদস্য। আর্ট কলেজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো–ক্রিয়েটিভ আর্ট, গ্রাফিক্স, ওরিয়েন্টাল, সিরামিক্স, স্কাল্পচার, পেইন্টিং, হিস্ট্রি অব আর্ট। ওয়াকা, রুনু, রুজি, লাভলী প্রত্যেকে চারুকলার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছে। চারুকলা মেয়েদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ জানতে চাইলে তারা বলল, চারুকলা এমন একটি বিষয় যা মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আর্ট কলেজ থেকে পাস করে কেউ বসে থাকে না। ড্রেস ডিজাইন, গ্রাফিক্স, এ্যাড মেকিং, ভাস্কর্য তৈরি, মাটির প্লেট, পটারি, টাইলস, পেইন্টিং, টেরাকোটা, কোলাজ পেইন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্ট, টাইডাই, বাটিক প্রভৃতি কাজ সবাই কিছু না কিছু করছে। পেইন্টিং, ভাস্কর্য, প্রচ্ছদ, প্রকাশনার বিভিন্ন কাজ সব সময়ই তারা করে থাকে। এতে করে আর্থিকভাবে তারা সচ্ছল থাকে। তারা নিজস্ব ফান্ডের টাকা দিয়ে কখনও ঢাকার বাইরে, কখনও দেশের বাইরে বেড়াতে যায়, কখনও প্রদর্শনী করে। চারুকলার ছাত্রীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তাদের কাজের জন্য অফিসে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। ঘরে বসেও তারা নিজের পড়াশোনাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করতে পারে, যা তাদের স্বাবলম্বী করে তোলে।

*শাহ্‌মিকা আগু*